MAY 07 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

[illegible] বিআইটিতে ছাত্র সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ৩ ছাত্র। হল বন্ধ ঘোষণায় ছাত্রদের হলত্যাগ —জনকণ্ঠ

চট্টগ্রাম বিআইটিতে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ ভাংচুর, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৭ ॥ বন্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিআইটিতে (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) সোমবার জোট সরকার সমর্থক দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টাধাওয়া এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। ভাংচুর হয়েছে একটি আবাসিক হলের অভ্যন্তরে। এ ঘটনায় ৩ জন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে অন্তত ৭ জন। রবিবার রাতে বিআইটির কুদরত-ই খুদা হলে পত্রিকা এবং ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের দুই কর্মীর কথা কাটাকাটি এবং প্রহারের জের ধরে সোমবার এ সংঘর্ষ হয়।

এদিকে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিআইটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। জরুরী নোটিস দিয়ে কর্তৃপক্ষ একটি ছাত্রীহলসহ বিআইটির ৪টি হলই খালি করে দিয়েছে সোমবার বিকাল ৪টার মধ্যেই। ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক পুলিশ। হলে হলে চালানো হয়েছে সাঁড়াশি অভিযান।

পুলিশ ও ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কুদরত-ই খুদা হলে শিবির কর্মীদের সঙ্গে পত্রিকা পড়াকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয় ছাত্রদল কর্মীদের।

এ সময় ছাত্রদলের দুই কর্মী মিলাদ ও মারুফকে মারধর করে শিবির কর্মীরা। রাতেই এ নিয়ে কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। এর জের ধরে সোমবার সকালে একই ঘটনা ঘটে ক্যান্টিনের সামনে। সেখানে ছাত্রদলের দুই কর্মীকে প্রহারের জের ধরে আবার ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। বেলা যত বাড়তে থাকে, ততই বাড়তে থাকে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম বিআইটিতে

(১২-এর পাতার পর)

উত্তেজনা। বেলা ১২টার দিকে দু'পক্ষই রণসাজে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় ক্যাম্পাসে আগমন ঘটানো হয় বিপুলসংখ্যক বহিরাগত সন্ত্রাসীর। সন্ত্রাসীরা নিয়ে যায় ভারি অস্ত্রশস্ত্র। দু'পক্ষের মুহর্মুহ গোলাগুলিতে কেঁপে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী গুলিবিনিময়ের এক পর্যায়ে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দেড়টার দিকে। এ সময় আতঙ্কে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে। এ ঘটনায় ৩ জন গুলিবিদ্ধসহ ৭ জন আহত হয় বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে নিশ্চিত করা হয়। তবে এদের কারও পরিচয় পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, বিআইটির ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাকা চৌধুরী সমর্থক ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরে উত্তেজনা চলছে। গত মাসের পহেলা তারিখ এ নির্বাচন হয়। শিবিরের আপত্তির মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ছাত্রদল জয়লাভ করে। কিন্তু এরপরও দুই সংগঠন আধিপত্য বিস্তারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়তই সেখানে লেগে আছে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, সংঘর্ষের ঘটনা। বলাবাহুল্য ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে চট্টগ্রামসহ দেশের চারটি বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ অবস্থায় সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য এসব করা হচ্ছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার সংঘর্ষের পর বিআইটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ড. শ্যামলকান্তি বিশ্বাস। একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপরই জরুরী নোটিস দিয়ে ক্যাম্পাসে ৪টি আবাসিক হল খালি করে দেয়া হয়। সংঘর্ষের পর পরই বিপুল পুলিশ দিয়ে প্রতিটি হলে তল্লাশি চালানো হয়েছে। তবে সংঘর্ষের পর বহিরাগত এবং অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা নিরাপদে সরে যাওয়ায় পুলিশী অভিযানে কোন সফলতা আসেনি।